কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপিল বিচারবিভাগ

আপিল বিভাগ

সম্মুখঃ

মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন

এবং

মাননীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০২২-এর এফ. এ. ২০৮

২০২১-এর সি. এ. এন. ৩

মনোজিত বসু

বনাম

শ্যামাশ্রী বসু (ঘোষ)

ব্যক্তিগতভাবে আপিলকারী	: মনোজিৎ বসু
উত্তরদাতার জন্য	: শ্রী দেবাশীষ রায়, আইনজীবী শ্রীমতি সুমিত্রা দাস, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে	: ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩
রায়	**: ১৭ই অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :-

১. এই আপিলের চ্যালেঞ্জ হল, শিয়ালদহের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, প্রথম আদালত কর্তৃক ২০১১ সালের ৩৬ নং বৈবাহিক মামলায় প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে। বিজ্ঞ আদালত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে আপিলকারী এবং বিবাদীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি ডিক্রি জারি করে সন্তুষ্ট।

২. সুবিধার জন্য আপিলের পক্ষগুলিকে মামলায় সারিবদ্ধভাবে উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, শ্যামাশ্রী বসু (ঘোষ) হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ১৩ নং ধারার অধীনে শিয়ালদহের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন, যা ২০১১ সালের ৩৬ নং বৈবাহিক মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৪. দাবি করা হয় যে, দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনার পর ২০০৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহটি হিন্দু বিবাহ আইনের ৮ (১) ধারার অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৫. বিয়ের সময় আবেদনকারীকে ৫,০০,০০০/- টাকা মূল্যের সোনার অলংকার সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং বিপরীত পক্ষকে নগদ অর্থের পাশাপাশি একটি সোনার আংটি, সোনার বোতাম, হাতঘড়ি এবং ৮০,০০০/- টাকার চেকও উপহার দেওয়া হয়েছিল।

৬. ২০০৫ সালের ২২২৪ ফেব্রুয়ারি অভ্যর্থনার (*বৌভাত*) পর আবেদনকারী প্রথমবারের মতো জানতে পারেন যে বিপরীত পক্ষ তীব্র হাঁপানির রোগী যা আলোচনার সময় প্রকাশ করা হয়নি।

৭. যাইহোক, পক্ষগুলি বেঙ্গালুরুতে চলে যায় যেখানে বিপরীত পক্ষ আগে থাকত এবং 303 জে প্যারাডাইজ, 10 তম ক্রস, হাল 2য় স্টেজ, বেঙ্গালুরু-560008-এ একসাথে থাকতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর দম্পতি তাদের হানিমুনে যান যখন আবেদনকারী দেখতে পান যে বিবাদী মদ্যপানে আসক্ত। মধুচন্দ্রিমার সময় বিবাদী আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করেন।

৮. ২০০৫ সালের মার্চ মাসে কোনও এক সময় আবেদনকারী তার স্বামীর অসন্তোষের কারণে ব্যাঙ্গালোরের মণিপাল হাসপাতালে মাসিক ২৫,০০০/- টাকা বেতনে চাকরি পেয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর বেতন একটি যৌথ অ্যাকাউন্টে জমা করা উচিত। আবেদনকারী তার ফেলোশিপ থেকে বছরের ২০০০-২০০৫ সময়কালে কিছু অর্থ সাশ্রয় করেছিলেন, বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীকে যৌথ অ্যাকাউন্টে উক্ত পরিমাণ স্থানান্তর করার জন্য জোর দিতে শুরু করে, যদিও তিনি আবেদনকারীর কাছে কখনও তার আয় প্রকাশ করেননি।

৯. ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময়, আবেদনকারীকে তার স্বামী শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল। বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীকে একজন কর্মজীবী মহিলা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি; যখনই সে বাড়ি ফিরতে দেরি করত তখন সে প্রশ্ন তুলত। তাকে নিয়োগকর্তার দ্বারা আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেওয়া হত না এবং শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীকে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করত।

১০. এমনকি বিপরীত পক্ষের মা আবেদনকারীকে সমর্থন করেননি, বরং তিনি ছেলেকে সমর্থন করেছিলেন। আবেদনকারীকে তার শাশুড়ি বিয়ে থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন।

১১. দাবি করা হয় যে ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে আবেদনকারী আবার ব্যাঙ্গালোরের মিরান্ডা কলেজে প্রভাষকের একটি খণ্ডকালীন চাকরি পেয়েছিলেন। তাকে প্রতি মাসে উত্তরদাতার কাছে তার বেতন হস্তান্তর করতে হত। ২০০৬ সালের জুন মাসে আবেদনকারীকে ব্যাঙ্গালোরে একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য তার বাবার কাছ থেকে টাকা আনতে বলা হয়েছিল।

১২. ২০০৬ সালের জুলাই মাসে, আবেদনকারী তার বাবা-মাকে বেঙ্গালুরুতে ডেকে পাঠান। এতে বিপরীত পক্ষ ক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি গালিগালাজ করেন

তার বাবা-মায়ের প্রতি ভাষাগুলি। তাকে বারবার মারধর করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আবেদনকারী তার দুর্দশার বিষয়ে এখতিয়ারভুক্ত পুলিশ স্টেশনকে অবহিত করে এবং তার বাবা-মায়ের সাথে ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৩. সেই সময়ে বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং আবেদনকারীকে পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে রাজি করেছিল।

১৪. ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে আবেদনকারী গর্ভবতী হন এবং তাঁর দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিলেন না। উত্তরদাতা তাঁর বাবা-মাকে এসে তাঁর সঙ্গে থাকতে দেননি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অতিস্বনক পরীক্ষায় জানা যায় যে তাঁর গর্ভে থাকা শিশুটির ঠোঁট ফেটে গেছে। জন্মের পরে শিশুটিকে অস্ত্রোপচারের জন্য যেতে হয়।

১৫. নভেম্বর, ২০০৭-এর শেষের দিকে তিনি সেন্ট জর্জ কলেজে একটি নতুন চাকরি পেয়েছিলেন এবং বিপরীত পক্ষের সাথে তিনি তাদের ছেলের সাথে ব্যাঙ্গালোরে নতুন ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলেন। তার স্বামী বাড়ির খরচ ভাগ করে নিতে রাজি ছিলেন না এবং যদি জোর করা হয় তবে তিনি হিংস্র প্রতিক্রিয়া দেখান। আবেদনকারী যেহেতু এই বৈবাহিক গাঁটছড়া বন্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই আগামীকাল আরও ভাল হওয়ার আশায় তার স্বামীর দ্বারা তার উপর করা সমস্ত ধরণের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

১৬. ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে তাকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল কারণ শিশুটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তার স্বামী, বিপরীত পক্ষ কোনও দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল। শিশুটিকে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছিল। বিপরীত পক্ষটি বহন করেনি। এর চিকিৎসার জন্য ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়

শিশুটি, যদিও সে বলেছিল যে তার দ্বারা তার অফিস থেকে চিকিৎসা ব্যয় দাবি করা হবে।

১৭. ২০১৮ সালের জুন মাসে তিনি ব্যাঙ্গালোর সিটি কলেজে কোনও কাজ ছাড়াই কোনও বেতনের ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছিলেন। আবেদনকারী তার বাবা-মাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি ব্যাঙ্গালোরে এসে শিশুটিকে বড় করতে সাহায্য করুন। যদিও তার বাবা কেয়ার কলকাতার মাধ্যমে গৃহকর্মীর ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

১৮. অক্টোবর, ২০০৮-২০০৯-এ বিপরীত পক্ষ দ্বৈতের উপরের তলায় থাকতে শুরু করে এবং আবেদনকারী বা সন্তানের জন্য কোনও আর্থিক বোঝা বহন করা বন্ধ করে দেয়। বিপরীত পক্ষ মাতাল হয়ে বাড়িতে ফিরে আসত এবং আবেদনকারীকে হুমকি দিত। এমনকি ২২-২৪ এপ্রিল, ২০০৯-এ তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল। ৩ শতাংশ মে, ২০০৯-এ তাকে আবার মারধর করা হয়েছিল; আবেদনকারী তার প্রতিবেশীকে সাহায্য করে চিকিৎসার জন্য মণিপাল হাসপাতালে গিয়েছিল, তারপর সে মাধবপুর পুলিশ স্টেশনকে ঘটনার কথা জানায় এবং তার সন্তানকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

১৯. তার তথ্যের ভিত্তিতে, মাধবপুর থানা ৩ মে, ২০০৯ তারিখে এফ. আই. আর. নং. ০১৬৪/২০০৯ নথিভুক্ত করে এবং তদন্তের পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক ধারা এবং ৩ ও ৪ যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের অধীনে বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয়, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

২০. আবেদনকারী নিজের এবং তার সন্তানের জন্য ভরণপোষণ দাবি করে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। আবেদনটি এম/৯৩ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল ২০০৯ সালে এবং তিনি উত্তরদাতার কাছ থেকে ৫,৫০০/- টাকা পেয়েছিলেন

অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষণাবেক্ষণ হিসাবে। তবে, চাকরি পাওয়ার পর তিনি রক্ষণাবেক্ষণের দাবি প্রত্যাহার করে নেন।

২১. হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ (১) ধারার অধীনে এই পিটিশন দায়ের করে, আবেদনকারী নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন।

২২. বিরোধী পক্ষের স্বামী আবেদনকারীর দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে করা সমস্ত বস্তুগত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটির বিরোধিতা করেছিলেন। এমনকি বিপরীত পক্ষও নিজেকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল যার সাথে তার স্ত্রীর নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রমাণ পেশ করেননি। কোনও প্রমাণ ছাড়াই আবেদন করার কোনও মূল্য নেই।

২৩. তার মামলা প্রমাণ করার জন্য, আবেদনকারী স্ত্রী হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারার অধীনে তার আবেদনের প্রতিলিপি তৈরি করে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XVIII বিধি ৪-এর অধীনে প্রধান হলফনামা দাখিল করে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ হিসাবে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। তিনি প্রদর্শনী-১ থেকে ৬ হিসাবে ভর্তি নথি জমা দিয়েছিলেন। তবে, বিপরীত পক্ষের স্বামী পি. ডব্লিউ. ১-এর জেরা করেননি। অতএব, তার আচরণ দ্বারা, বিপরীত পক্ষের স্বামী তার স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বীকার করেছেন বলে প্রমাণিত হয়।

২৪. এটা আর সংহত নয় যে, যেখানেই বিপরীত পক্ষ তার গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি জেরা করার সুযোগ নিতে অস্বীকৃতি জানায়, সেখানেই ধরে নেওয়া উচিত যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাক্ষীর সাক্ষ্যকে P.W. 1 হিসেবে বিতর্কিত করা যাবে না। এটি অপরিহার্য ন্যায়বিচারের নিয়ম, প্রমাণের কোনও প্রযুক্তিগত নিয়ম নয়।

২৫. প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১-এর এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে আবেদনকারী-স্ত্রী, যিনি জীবন বিজ্ঞানে পিএইচ. ডি করেছেন, তিনি মণিপাল হাসপাতালে চাকরি পেয়ে তাঁর স্বামীর অসন্তোষ অর্জন করেছিলেন। প্রথমে তাঁকে যৌথ অ্যাকাউন্টে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বেতন জমা দিতে বলা হয়েছিল; তাঁকে তাঁর নিয়োগকর্তা আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

২৬. আবেদনকারীকে বিপরীত পক্ষের স্বামী শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ বলেছিল যে সে একবার পুলিশকে জানায়, যা সে প্রত্যাহার করে নেয়, তার স্বামীকে ক্ষমাপ্রার্থী দেখে। কিন্তু কয়েক দিন পরে তার স্বামী তাকে আবার মারধর করে।

২৭. এইভাবে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১-এর অপ্রতিরোধ্য সাক্ষ্য তার স্বামীর নিষ্ঠুর স্বভাবকে প্রদর্শন করে যার স্ত্রীর প্রতি কোনও সম্মান ছিল না। সমর্থন করার পরিবর্তে, তিনি তার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দমন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

২৮. সংবিধানে 'নিষ্ঠুরতা' সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং এটি আদালতকে এটিকে আক্ষরিক ও প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য একটি খুব বিস্তৃত বিচক্ষণতা দেয়। একজনের প্রতি নিষ্ঠুরতা কী তা অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা নাও হতে পারে; এটি নির্ভর করে লালন-পালন, শিক্ষা এবং সামাজিক স্তরের উপর যার সাথে পক্ষগুলি জড়িত, তাদের জীবনযাত্রার মেজাজ এবং আবেগ যা তাদের সামাজিক মর্যাদার দ্বারা শর্তযুক্ত।

২৯. বেঙ্গালুরুতে একসাথে থাকার সময় স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ডুপ্লেক্সের উপরের স্তরে চলে যান, এবং পি.ডব্লিউ. ১ সন্তানের সাথে নীচের তলায় থাকছিলেন

দ্বৈত স্তরের। স্বামীর এই ধরনের আচরণ বিবাহকে মৃত করে দেওয়ার তার অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিপরীত পক্ষের স্বামীর মধ্যে বিদ্বেষ ছিল বলে ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অবশেষে সে পি.ডব্লিউ. ১-কে আক্রমণ করে এবং তাকে সন্তানসহ তাড়িয়ে দেয়।

৩০. স্বামীর দ্বারা এই ধরনের অবিরত অপব্যবহার এবং অপমানজনক আচরণকে নিষ্ঠুরতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ বলেছে যে সে বিয়েতে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল কারণ সে তার স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয় নির্যাতন সহ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

৩১. তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধা করি না যে আপিলকারী তার আচরণের মাধ্যমে নিজেকে একজন আদর্শ পুরুষতান্ত্রিক এবং একজন 'অত্যন্ত অসংবেদনশীল ব্যক্তি' হিসেবে প্রমাণ করেছেন, তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও করুণার কথা তো দূরের কথা। তিনি বিয়ের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা লঙ্ঘন করার জন্য তার উদ্দেশ্য কার্যত স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একই বাড়িতে আলাদাভাবে বসবাস শুরু করেছেন, যাকে তার স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি তার উদাসীনতাও বলা যেতে পারে। এতে স্নেহের চরম ক্ষতি হয়েছিল। আপিলকারীর সাথে বসবাস করতে বলা হলে বিবাদীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে।

৩২. **শ্রীমতি রূপা সোনি বনাম কমলনারায়ণ সোনি** রিপোর্ট করেছেন **এআইআর ২০২৩ এসসি ৪১৮৬ সুপ্রিম কোর্ট** রায় দিয়েছেঃ-

"৬. *এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণগুলির উদ্দেশ্য হল এই যে, বৈবাহিক ক্ষেত্রে আদালত পারিবারিক জীবনের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আদালতকে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট স্বামী-স্ত্রীদের বুঝতে হবে কারণ প্রকৃতি তাদের তৈরি করেছে, এবং তাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ বিবেচনা করতে হবে। যেমন লর্ড রিড পর্যবেক্ষণ করেছেন গলিনস বনাম গলিনস [১৯৬৪ এসি ৬৪৪: (১৯৬৩) ৩ ডাব্লুএলআর ১৭৬: (১৯৬৩) ২ সমস্ত ইআর ৯৬৬ (এএল): (সমস্ত ইআর পি ৯৭২ জি-এইচ) *... বৈবাহিক বিষয়ে আমরা বস্তুনিষ্ঠ মান নিয়ে কাজ করছি না, যুক্তিসঙ্গত পুরুষ (বা যুক্তিসঙ্গত মহিলা) এর মানের নিচে পড়া কোনও বৈবাহিক অপরাধ নয়। আমরা এই পুরুষ বা এই নারী - এর সাথে কাজ করছি। । "" xxx xxx xxx*

৩২. *সমর ঘোষ বনাম জয়া ঘোষ [(২০০৭) ৪ এস. সি. সি ৫১১] মামলায়, এই আদালত, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি জরিপ করার পরে এবং নিষ্ঠুরতার ধারণাটি উল্লেখ করার পরে, যার মধ্যে মানসিক নিষ্ঠুরতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ইংরেজি, আমেরিকান, কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্ষেত্রে, পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ (এস. সি. সি পিপি. ৫৪৫-৪৬, অনুচ্ছেদ ৯৯-১০০) "৯৯।... মানুষের মন অত্যন্ত জটিল এবং মানুষের আচরণ সমানভাবে জটিল। একইভাবে, মানুষের দক্ষতার কোনও সীমা নেই, তাই, একটি সংজ্ঞায় সমগ্র মানুষের আচরণকে একীভূত করা প্রায় অসম্ভব। একটি ক্ষেত্রে যা নিষ্ঠুরতা তা অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার সমান নাও হতে পারে।* নিষ্ঠুরতার ধারণা ব্যক্তিভেদে তার লালন-পালন, সংবেদনশীলতার মাত্রা, শিক্ষাগত, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, আর্থিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ এবং তাদের উপর নির্ভর করে পৃথক হয় মান পদ্ধতি।

১০০. এছাড়াও, মানসিক নিষ্ঠুরতার ধারণাটি স্থির থাকতে পারে না; সময়ের সাথে সাথে, মুদ্রণের মাধ্যমে আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব এবং কি হতে পারে এর সাথে এটি পরিবর্তিত হতে বাধ্য। বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং মূল্য ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মানসিক নিষ্ঠুরতা এখন সময়ের সাথে সাথে মানসিক নিষ্ঠুরতা নাও থাকতে পারে অথবা উল্টোটাও হতে পারে। বৈবাহিক বিষয়ে মানসিক নিষ্ঠুরতা নির্ধারণের জন্য কখনও কোনও স্ট্রেইটজ্যাকেট সূত্র বা নির্দিষ্ট পরামিতি থাকতে পারে না। মামলাটি বিচার করার বিচক্ষণ এবং উপযুক্ত উপায় হল এর অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা..." (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৩. বিদ্বান বিচারিক আদালতের সামনে বিপরীত পক্ষ উকিলের মাধ্যমে হাজির হয়েছিল কিন্তু মামলাটি সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এই আদালতের সামনে আপিলকারী হিসাবেও তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কার্যধারাটি টেনে আনা।

৩৪. ***শিব কোটেক্স বনাম তিরগুন অটো প্লাস্ট (পি)***-এর ক্ষেত্রে মাননীয় শীর্ষ আদালত ***লিমিটেড*** **(২০১১) ৯ এস. সি. সি ৬৭৮**-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ-

> " ১৬. কোনও মামলাকারীর সিপিসিতে প্রদত্ত পদ্ধতির অপব্যবহার করার অধিকার নেই। স্থগিতাদেশগুলি ন্যায়বিচার প্রদানের ব্যবস্থার পুরো অংশকে ক্ষয়ের মতো করে তুলেছে। এটা সত্য যে আদেশ XVII নিয়ম ১ সিপিসি-র বিধানে প্রদত্ত মামলার শুনানির সময় কোনও পক্ষের স্থগিতাদেশের সীমা বাধ্যতামূলক নয় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, ন্যায়সঙ্গত কারণে, আদালত কোনও পক্ষকে তার প্রমাণের জন্য তিনটির বেশি স্থগিতাদেশ দিতে পারে তবে সাধারণত আদেশ XVII নিয়ম ১ সিপিসি-র বিধানে প্রদত্ত সীমা বজায় রাখা উচিত..... কোনও মামলার পক্ষগুলি-সে বাদী হোক বা বিবাদী-যে শুনানির তারিখের জন্য বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই তারিখে কার্যকর কাজ নিশ্চিত করতে অবশ্যই আদালতের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। যদি তারা না, তারা তাদের নিজস্ব ঝুঁকিতে এটি করে....."

৩৫. ***নূর মহম্মদ বনাম জেথানন্দ***-এ রিপোর্ট করা হয়েছে **(২০১৩) ৫ এস. সি. সি ২০২ সুপ্রিম কোর্ট** রায় দিয়েছেঃ-

".....ন্যায়ের ভিত্তি, অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, মুলতুবি থাকা লিসের দ্রুত বর্ণনার উপর নির্ভর করে আদালত... আদালতে একটি বিতর্কের বিলম্বিত বর্ণনা আইনের আদর্শিক ব্যবস্থায় একটি গর্ত তৈরি করে ন্যায়বিচার এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে, বেঞ্চ এবং বার ধীরে ধীরে তাদের শ্রদ্ধা হারান, এর অর্থের জন্য দেবত্ব এবং আভিজাত্য সত্যিই প্রাতিষ্ঠানিক থেকে প্রবাহিত সেবাযোগ্যতা অতএব, ঐতিহাসিকভাবে, জোর দেওয়া হয়েছে পাড়া অন স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং সমষ্টিগত প্রশাসনের সময় একজন বিচারকের প্রাতিষ্ঠানিকতা ন্যায়বিচার....."

৩৬. আদালত সাধারণত কোনও মামলাকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতির পরে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং মামলাকারীকেও কিছুটা ভোগান্তি দেখানো হয়। আপিলকারী মনজিৎ বসু তাঁর প্রতি আদালতের নরম আচরণের পুরো সুযোগ নিচ্ছেন এবং আইনের পদ্ধতির অপব্যবহার শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

৩৭. পশ্চিমবঙ্গ আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল-আপিলকারী। এই আদালতের আইনজীবী শ্রীমতি রুনু মুখার্জি নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ফিরিয়ে দেন এবং বিদ্বান আইনজীবী শ্রী অনির্বাণ মিত্র আপিলকারীর প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

৩৮. এমনকি বিবাদী মাননীয় প্রধান বিচারপতির সামনে একটি প্রতিনিধিত্ব জমা দিয়ে এই বেঞ্চ থেকে আপিল প্রত্যাহারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। এই সবই ছিল মামলাটি দীর্ঘায়িত করার তার কৌশলের অংশ।

৩৯. তাঁকে যুক্তির লিখিত নোট জমা দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তা মানতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর আচরণ মামলাটি দীর্ঘায়িত করার তাঁর অভিপ্রায়কে প্রদর্শন করে।

৪০. ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ আবেদনকারী শ্রী মনোজিৎ বসু তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করে যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁর আবেদন জমা দিতে অস্বীকার করেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁর মামলা উপস্থাপন করতে অক্ষমতার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য জমা দেওয়া আবেদনটি সুসংগঠিত এবং তাঁর মানসিক ক্ষমতা ও সুসঙ্গত চিন্তাভাবনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আদালত বিষয়টি বহুবার স্থগিত করার পরে, বিষয়টি আর স্থগিত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বিপরীত পক্ষ তার মামলা দায়ের করার সুযোগটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৪১. ***ঠাকুর সুখপাল সিং বনাম ঠাকুর কল্যাণ সিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৩ সালের এ. আই. আর এস. এস. সি-র এস. সি ১৪৬*** -র রিপোর্ট অনুযায়ীঃ-

> "৪, অধিনিয়মের আদেশ XLI নিয়ম ১৬-এ সেই আদেশের ১১ নম্বর বিধির উপ-বিধি (১)-এর অধীনে খারিজ না হওয়া আপিলের শুনানিতে আপিল আদালত কর্তৃক অনুসরণ করার পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। রুল ১৬-এ বলা হয়েছেঃ
>
> > "(১) নির্ধারিত দিনে, অথবা অন্য যে কোনও দিনে শুনানি স্থগিত করা যেতে পারে, আপিলকারীর আবেদনের সমর্থনে শুনানি করা হবে।
> >
> > (২) আদালত তৎক্ষণাৎ আপিল খারিজ না করলে আপিলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুনবে এবং এই ক্ষেত্রে আপিলকারী জবাব দেওয়ার অধিকারী হবেন।"
>
> উপ-বিধি (১) থেকে এটা স্পষ্ট যে আপিলের সমর্থনে আপিলকারীর শুনানি করা আপিল আদালতের কর্তব্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে আপিল আদালত আবেদনটির সমর্থনে শুনানি করতে পারবে না। আপিলের সিদ্ধান্ত নিন যদি আপিলকারী তার না করেন

আদালতে জমা দেওয়া আবেদনগুলি দেখায় যে আপিলের অধীনে রায় এবং ডিক্রি ভুল ছিল। আপিল আদালত আপিলকারীকে এটি সম্বোধন করতে বাধ্য করবে না। এটি সর্বোত্তমভাবে তাকে এটি সম্বোধন করার সুযোগ দিতে পারে। আপিলকারী যদি সেই সুযোগটি গ্রহণ না করে তবে আপিল আদালত আপিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উপ-নিয়ম (২) ইঙ্গিত দেয় যে আপিলটি উত্তরদাতার শুনানি ছাড়াই খারিজ করা যেতে পারে। আপিল আদালত তা করবে যদি তা না হয়। সন্তুষ্ট যে আপিলের অধীনে রায়টি ভুল ছিল।"

৪২. ***১৯২১ সালের পিসি ৫৫ মাউন্ট*** *ফক্রুনিসা* ***বনাম মৌলভিলজারাসের প্রিভি কাউন্সিলের*** প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ-

"প্রতিটি আপিলের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের উপর এটি বাধ্যতামূলক যে কেন আপিলের রায়কে বিঘ্নিত করা উচিত তার কারণ দেখানো উচিত; সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করা হলে তাদের পক্ষে অবশ্যই কিছুটা ভারসাম্য থাকতে হবে, যাতে রায় পরিবর্তনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়। তাদের প্রভুরা খুঁজে পেতে অক্ষম যে এটি, দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আমরা এর সাথে একমত এবং মনে করি যে আপিলের অধীনে রায়টি নির্দিষ্ট কারণে ভুল তা দেখানো আপিলকারীর কর্তব্য এবং আপিলকারী এটি দেখানোর পরেই আপিল আদালত উত্তরদাতার বিরোধের জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। কেবল তখনই আপিল আদালতের রায়ে সমস্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে নিয়ম ৩১ আদেশ XLI-তে উল্লিখিত। "

আপিলকারীকে তাঁর মামলা পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যদিও তিনি বিজ্ঞ উকিল বা নিজে ছিলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন অজুহাতে তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর নির্বাচিত নিষ্ক্রিয়তা।

৪৩. আবেদনকারী ২৬ ধারার অধীনে আবেদন করে। হিন্দু বিবাহ আইন শিশুটির হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করেছিল। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত

বিতর্কিত আদেশ পাস করে মামলা নিষ্পত্তি করার সময় শিশুর হেফাজত চেয়ে আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনটিও খারিজ করে দেয়।

৪৪. শুনানি চলাকালীন আদালতের নজরে আসে যে আপিলকারী ভরণপোষণ দিচ্ছিলেন না, তাই তাকে ছেলের ভরণপোষণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কিন্তু আদালত কর্তৃক তার ছেলের ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মেনে চলার নির্দেশে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।

৪৫. ১ জুলাই, ২০২২ তারিখে আপিলকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ৫০,০০০ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তা মানা হয়নি। তাকে (২০২১) ২ SCC ৩১৪-এ রজনেশ বনাম নেহা মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী একটি হলফনামা দাখিল করতে বলা হয়েছিল। তিনি তা মানা করেননি। অতএব, এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আদালত ধরে নিতে পারে যে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী, পরে নাবালক ছেলের ভরণপোষণ না দেওয়ার বিবাদী স্ত্রীর অভিযোগ সঠিক।

৪৬. আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ২৬ এর অধীনে মামলায় আপিলকারীর সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ব্যাঙ্গালোরের স্টাইল টেক যুগার্দি আইটি সলিউশনস এবং কনসালটেন্সির অধীনে ব্যবসার মালিক। কিন্তু তিনি সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০৬ এর অধীনে তার দায়িত্ব পালনের সময় তার আয় প্রকাশ করেননি বা আদালতের নির্দেশ মেনেও কাজ করেননি

রজনীশ (উপরে)-এর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। অতএব, এটা ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তিনি কেবল একজন সম্পদশালী ব্যক্তিই নন, তিনি তাঁর স্ত্রী যা প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে বেশি উপার্জন করেন এবং ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভরণপোষণ দিতে সক্ষম।

৪৭. উল্লেখ্য যে, আপিলকারীর ১৬ জুন, ২০২২ তারিখের আদেশে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত বিবাদী স্ত্রীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন ১৮ জুন, ২০২২ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে অ্যাডভোকেট সুমিত্রা দাসের চেম্বারে তার নাবালক সন্তানকে তার বাবার সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেন, কিন্তু আপিলকারী ভার্চুয়াল মোডে তার ছেলের সাথে যোগাযোগ করতে পছন্দ করেন।

৪৮. যাই হোক না কেন, নাবালক পুত্রকে ভরণপোষণ না দেওয়া এবং একই সাথে তার নাবালক পুত্রকে নিয়মিত ভরণপোষণ দেওয়ার দাবি প্রমাণের জন্য হলফনামা দাখিল না করা, আপিলকারী সন্তানের প্রতি তার উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন।

৪৯. অতএব, তাকে সন্তানের হেফাজতের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ বিবেচনা করে আমরা হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ২৬ এর অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে বিজ্ঞ বিচার আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

৫০. জরিমানায় আপিলটি বিবেচনার যোগ্য নয় এবং তা খারিজ করে দেওয়া হবে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনি পরিষেবা কমিটিকে ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

৫১. ২২শে আগস্ট, ২০২২ তারিখে পাস করা একটি আদেশের মাধ্যমে, সিটি ব্যাংক এনএ এমজি রোড ব্যাঙ্গালোরের ম্যানেজার/সিইওকে অনুমতি না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

মনোজিত বসুকে EMI পরিশোধ এবং অতিরিক্ত 30,000 টাকা প্রদানের উদ্দেশ্যে অ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, যা 1,83,000 টাকা বকেয়া রাখা সাপেক্ষে। কিন্তু ব্যাংকের অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী 29শে আগস্ট, 2022 তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে 25শে আগস্ট, 2022 তারিখে 6816.33 টাকা বকেয়া ছিল। এটি আবারও প্রমাণ করে যে আপিলকারী পিতা হিসেবে তার দায়িত্ব অস্বীকার করছেন। আপিলকারীকে তার নাবালক ছেলের পক্ষে প্রদত্ত বকেয়া ভরণপোষণের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায়, বিবাদী বকেয়া ভরণপোষণ আদায়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্বাধীনতা পাবেন।

৫২. মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৫৩. এল. সি. আর সহ রায়ের অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

৫৪. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

আমি একমত

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

(বিচারপতি সৌমেন সেন)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal